

শিক্ষালয় প্রাইম ব্যাংক



অধ্যাপক আবদুল হামান চৌধুরী উপাচার্য, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)। ছিলেন প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্যও। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি এবং অপারেশনস রিসার্চে এমএস ডিগ্রি ও কানাডার ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন। গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষার নানা দিক নিয়ে বণিক বার্তার নিয়মিত আয়োজন 'শিক্ষালয়'-এ কথা বলেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবিদিন ইব্রাহিম

দেশে মূলত পরীক্ষাচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে

১৯৯২ সালে দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে কী ধরনের ভ্যালু যোগ করতে পেরেছে বলে মনে করেন? নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার সময় দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি একটু ভিন্ন ধরনের একটি শিক্ষাপদ্ধতি চালুর চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতারা যুক্তরাষ্ট্রের আরবানা-শ্যাম্পেইন ক্যাম্পাসের কারিকুলাম ও শিক্ষাপদ্ধতির কিছু ভালো দিক বাংলাদেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। শুরু থেকেই আমাদের বিশ্বাস ছিল, এ কারিকুলাম ও শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল, শিক্ষার্থীরা শুধু পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে যাবেন, এমন নয়। তারা যেন কর্মক্ষেত্রে গিয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা কাজে লাগাতে পারেন, সমাজে অবদান রাখতে পারেন এবং চাইলে নিজে কোনো উদ্যোগ বা ব্যবসা শুরু করে সফল হতে পারেন, সেটিই আমরা চেয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৩০ বছরের বেশি সময় পর এখন আমাদের প্রায় ৫০ হাজার গ্রাজুয়েট রয়েছে। তাদের অনেকেই দেশে-বিদেশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কাজ করছেন, নিজেদের ব্যবসা করছেন এবং সমাজে নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। এটি আমাদের জন্য অবশ্যই একটি বড় অর্জন। আমরা শুধু অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়েই কাজ করি না। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা এমন একটি শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে চেষ্টা করেছি, যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু বইয়ের জ্ঞান অর্জন করবেন না, বরং নতুন কিছু জানার, শেখার এবং নিজের মতো করে চিন্তা করার সুযোগ পাবেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের ভ্যালু সৃষ্টি করতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি শুরু থেকেই গুরুত্ব দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখতে চায়। এরপর ১ পৃষ্ঠা ৪

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এনএসইউকে অনুসরণ করে দেশে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার ঘটেছে। ঢাকা তো বটেই এখন অন্য শহরগুলোতেও বেসরকারি ইউনিভার্সিটি দেখা যায়। কিন্তু এনএসইউ যেভাবে সফল হয়েছে, অন্য বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো তা পারল না কেন?

আপনি যদি শিক্ষাজনের পুরো প্রক্রিয়াটি দেখেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট। তবে এর সঙ্গে আরো অনেক বিষয় জড়িত। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষক। কারণ শিক্ষকরাই শেখানো, গবেষণা এবং নতুন জ্ঞান তৈরির ও ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেন। একই সঙ্গে তারা শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহিত করেন।

এনএসইউর ৬০০ ফ্যাকাল্টি মেম্বর সম্মিলিতভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রশ্নের মধ্যেই আপনি একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, দেশের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথের মডেল অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সফল হতে হলে প্রথমেই একটি ভালো কারিকুলাম থাকতে হবে। এর পাশাপাশি শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি ও কিছু কার্যকর প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এগুলো ঠিকভাবে করা গেলে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত

আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে যেন ভালোভাবে কাজ করতে পারেন।

তাই শুরু থেকেই শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে ভালো মানের শিক্ষক নিয়োগ, শ্রেণীকক্ষে কার্যকরভাবে পাঠদান এবং শিক্ষার্থীরা একটি কোর্স থেকে কতটুকু শিখছেন, তা সঠিকভাবে মূল্যায়নের বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব জায়গায় দুর্বলতা থাকলে কাক্ষিত ফল পাওয়া কঠিন। আরেকটি বিষয় হলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করার পর একজন শিক্ষার্থী যে তার পড়া বিষয়েই চাকরি করবেন, এমনটা সবসময় হয় না। চাকরির বাজারে গিয়ে তাকে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। সেখানে তার চিন্তাশক্তি, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, বিচার-বিশ্লেষণ করার দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই শুধু একটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। একজন শিক্ষার্থীকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে সে যেকোনো পরিস্থিতিতে চিন্তা করতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি শুরু থেকেই এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। তাহলে বলতে চাচ্ছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কারিকুলামের একটি বড় প্রভাব আছে?

আমাদের দেশে একটা প্রবণতা আছে। আমরা ঢালাওভাবে যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা শিক্ষার সামগ্রিক ব্যর্থতার দায় কারিকুলামের ওপর চাপিয়ে দিই। প্রায়ই বলি, কারিকুলামের ভেতরেই হয়তো কোনো না কোনো সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। এ ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। বাংলাদেশে যেকোনো পর্যায়ের কারিকুলামই কাগজে-কলমে মোটামুটি মানসম্মতভাবে তৈরি করা হয়। তবে হ্যাঁ, কারিকুলামভেদে কিছু তারতম্য রয়েছে। কিন্তু আপনি যখন তা কাগজে-কলমে দেখবেন, তখন আপনার মনে হবে যে ব্যবস্থাটি বেশ ভালো।

এখানে মূল প্রশ্ন হলো মাঠপর্যায়ে আপনি সেটাকে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রয়োগ করছেন, বাস্তবে সেটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পরীক্ষাগার (ল্যাব), অন্যান্য সুবিধা, এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রম ইত্যাদি, যে ধরনের উপকরণ ও সহযোগিতা দরকার, তা আপনি শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় দিতে পারছেন কিনা। আমার মনে হয়, এ জায়গায় অনেকের ঘাটতি রয়ে গেছে।

এ কারণেই প্রতিষ্ঠানভেদে মানের তারতম্য দেখা যায়। তবে আমরা সবসময় যে অবস্থানেই থাকি না কেন, আমাদের চোখ থাকে ভবিষ্যতের দিকে—এরপর আমাদের আর কী করার আছে? নতুন কিছু করতে গেলে এখন আমাদের কী কী নিতে হবে, সেটিও ভেবে দেখতে হয়। এ চিন্তায় আমরা সবসময়ই আগে থেকে বিষয়গুলো অনুধাবন করে শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে 'ডিজাইন থিংকিং' বা কাঠামোগত, বাস্তবমুখী চিন্তা নিয়ে কেউ তেমন কথা বলেন না। সবাই কেবল কারিকুলাম আর পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত, কখন পরীক্ষা শুরু হবে, শেষ হবে, কখন তারা ডিগ্রি অর্জন করবে, এরপর বিসিএস বা অন্যান্য ক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধার জন্য তারা প্রস্তুত কিনা। কিন্তু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা সবসময় বলি, আমরা এমনভাবে একজন গ্রাজুয়েটকে তৈরি করতে চাই যেন সে যেখানেই যাক না কেন, একা হলেও অন্তত নিজের জীবনটাকে সুন্দরভাবে সামলে এগিয়ে নিতে পারবে। আমরা যে সব ক্ষেত্রে সফল, তা বলছি না। তবে আমাদের লক্ষ্য এমন শিক্ষার্থী গড়ে তোলা।

আর তার যদি সেই দক্ষতা ও দক্ষমতা থাকে, তবে সে অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেবে। সেই

প্রাইম ব্যাংক

শিক্ষালয়

আমাদের দেশে একটা প্রবণতা আছে। ঢালাওভাবে যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যর্থতার দায় কারিকুলামের ওপর চাপিয়ে দিই। প্রায়ই বলি, কারিকুলামের ভেতরেই হয়তো কোনো না কোনো সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। এ ধারণা পুরোপুরি সত্য